

প্রসঙ্গ : চ্যালেঞ্জ-২

ALL the terrorists, suicide bombers, zealot Mullahs, etc DO believe in Hadiths and Sharia Laws [along with the Qur'an]!

Those who DO NOT believe in Hadiths and Sharia Laws never become terrorists, suicide bombers, zealot Mullahs, and so on!

উপরোক্ত কথা দুটি বলার পর লেখাটা এখানেই শেষ করে দেওয়া যেত, কিন্তু তা আর সম্ভব হচ্ছে না! কারণ, কেহ কেহ নাকি এখনও বুঝতেই পারছেন না! যে পয়েন্ট-টা বুঝানোর জন্য ১২-১৫ টা আর্টিকল লিখে ফেললাম তার পরও যদি কেহ না বোঝেন তাহলে আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে!

বর্তমান পৃথিবীর সমস্যাকে মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (এ দুটি সমস্যা ছাড়া অন্য কোন সমস্যা দেখিনা তো!) :

সমস্যা-১ : আল্লাহ আছে কি নেই, থাকলেও মুহাম্মদ আল্লাহর মেসেঞ্জার কি না, কোরান আল্লাহর বাণী কি না, কোরানে ভুল-ভ্রান্তি আছে কি না, কোরানে অফেন্সিভ আয়াত আছে কি না, ইত্যাদি।

সমস্যা-২ : মানুষের বাস্তব জীবনে তথা পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার জন্য কোরান দায়ী কি না (যেভাবে দায়ী করা হচ্ছে)।

আমার চ্যালেঞ্জের উদ্দেশ্য ছিলো সমস্যা-২ কে ব্যাসিস করে।

যাহোক, একটি উদাহরণ দিয়ে লেখাটা শুরু করতে চাই। ধরা যাক, একটি বিশাল ফ্রীজে তিনটি আইটেম মাছ, মাংশ এবং সবজি রান্না করে আলাদা আলাদা ভাবে রাখা আছে। ধরা যাক, ১০০০ জন মানুষ সবগুলো আইটেম থেকে একটু একটু করে এক সাথে খেয়ে নিলো। আবারো ধরা যাক, তাদের মধ্যে ৫ জন খাবার পর পেটের পিড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লো। এই অবস্থায় কিছু পসিবল কনক্লুশন ড্র করা যায়ঃ

- একটি মাত্র আইটেম খারাপ (অর্থাৎ, দুইটি আইটেম ভালো)।
- দুইটি আইটেম খারাপ (অর্থাৎ, একটি আইটেম ভালো)।
- সবগুলো আইটেম-ই খারাপ।
- সবগুলো আইটেম-ই ভালো কিন্তু ৫ জন লোকের স্টোমাকের সমস্যা, অর্থাৎ, তারা এই সব খাবার এক সাথে হজম করতে সক্ষম না।

জোরপূর্বক ধরে নেওয়া যাক, ৫ জন অসুস্থ লোকের স্টোমাক ঠিকই আছে কিন্তু খাবারের মধ্যেই সমস্যা (যদিও এই এ্যাজামশন লজিক্যাল না! কারণ, ৯৯৫ জন মানুষ একই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়নি)! ঠিক

আছে তারপরও ধরে নিলাম! এখন প্রমাণ করার পালা - ফ্রীজের সবগুলো আইটেম-ই খারাপ নাকি তার মধ্যে ভালো কোন আইটেম আছে। এটা প্রমাণ করার জন্য এবার একটি করে আইটেম প্রতি ১০০০ জন করে মোট ৩০০০ জনকে আলাদা আলাদা ভাবে খাওয়ানো হলো ($3 \times 1000 = 3000$)। এবার দেখা গেলো, যে ১০০০ জন শুধু সবজি (say) খেয়েছে তারা কেহই অসুস্থ হয়নি। বাকি ২০০০ জন যারা মাছ এবং মাংশ খেয়েছে তাদের মধ্যে র্যান্ডমলি কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। *এরকম একটা পরীক্ষা শেষে সবজির ঘাড়ে অযথায দোষ চাপিয়ে দেওয়া লজিক্যাল কি না তার দায়িত্ব না হয় পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিলাম!*

প্রচলিত ইসলাম ধর্ম (বিশাল ফ্রীজ) = কোরান (সবজি) + হাদিস (মাছ) + শারিয়া আইন (মাংশ)

ইসলাম ধর্ম = কোরান (সবজি)

বুদ্ধিমান পাঠকরা নিশ্চয় ইতোমধ্যে বুঝে গেছেন আমি আসলে কি বুঝাতে চাইছি। হ্যাঁ, যা কিছু খারাপ তার জন্য কোরানকে দায়ী করার আগে কোরান ফলোয়ারদের (যারা হাদিস এবং শারিয়া আইনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন) উপর ব্যাসিস করেই মন্তব্য করা উচিত। আর হ্যাঁ, এরকম ক্রিটিক্যাল ক্ষেত্রে (অর্থাৎ, প্রকৃত সত্য/সমস্যা জানতে হলে) সেটাই করতে হবে। দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ! এমনি এমনি অনুমান করে (ইমোশনালী বা কান কথায় বিশ্বাস করে) যা-ইচ্ছে-তাই বলে দিলাম আর হয়ে গেল? ইট শোজ্ ইর্যাশনালিটি! *কোরানের ভুল-ভ্রান্তি বা খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করা আর সকল প্রকার সমস্যার জন্য কোরানকে দায়ী করে প্রকৃত সমস্যাকে কৌশলে পাস কেটে যাওয়া যে এক জিনিস নয় সেটা মানুষকে বুঝাতে হবে!*

আমার চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে এখনও কেহ কেহ ঠিক মতো ধরতে পারেনি! বাংলা এবং ইংরেজীতে আমি যা বলেছি তা-ই এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছিঃ

পাঁচজন সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজের নাম বলুন যারা হাদিসে বিশ্বাস করে না।

অথবা,

পাঁচজন সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজের নাম বলুন যারা শুধুই কোরানে বিশ্বাস করে, অথবা নাস্তিক, অথবা হিউম্যানিস্ট, অথবা ফ্রি-থিংকার, অথবা এ্যাগনস্টিক।

I challenge to show some terrorists, suicide bombers, and zealot Mullahs who DO NOT believe in Hadiths and Sharia Laws [but may believe in the Qur'an ALONE].

দেখুন, বাংলাতে অত্যন্ত পরিষ্কার (আর বাংলাতেই আমার মূল চ্যালেঞ্জ দিয়েছি)। ইংরেজীতেও [ব্র্যাকেটেড] অংশটা লক্ষ্য করুন, ‘may’ শব্দটা ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ, আমি মূলতঃ হাদিস এবং শারিয়া আইনে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য করেছি। আমি কিন্তু কোনভাবেই শুধু কোরান

ফলোয়ারদের বুঝাইনি, যদিও তাদের উপর জোর দিয়েছি। হাদিস এবং শারিয়া আইনে অবিশ্বাসীদের মধ্যে কোরান ফলোয়ার, হিউম্যানিস্ট, ফ্রি-থিংকার, এ্যাগনস্টিক, নাস্তিক এদের সবাইকে কিন্তু ধরে নিয়েছি (বাংলাতে আবারো দেখে নিতে পারেন)। ইংরেজীতে সংক্ষেপে চ্যালেঞ্জ-টা এরকম হবে :

I challenge to show some terrorists, suicide bombers, and zealot Mullahs who DO NOT believe in Hadiths and Sharia Laws.

আমার মূল বক্তব্য ছিলো এরকম - *হাদিস এবং শারিয়া আইন প্রত্যাখ্যান করার পর কেহ কোরানে বিশ্বাস করলেও সে আর টেরিষ্ট, সুইসাইড বোম্বার, কল্লাকাটা মোল্লা, ইত্যাদি হচ্ছে না।* আমার বক্তব্য কিন্তু অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং বিভিন্ন লেখায় বার বার এই কথাটাই বলেছি।

‘কেহ কেহ বুঝতে পারেনি’ - কথাটা এজন্য বলছি যে তারা কোরান ফলোয়ারদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন (এ পর্যন্ত কয়েকজন একই প্রশ্ন করেছেন)! অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছেন যে, যেহেতু কোরান ফলোয়ারদের সংখ্যা অনেক কম, সেহেতু এই চ্যালেঞ্জ থেকে ভ্যালিড কোন সিদ্ধান্তে আসা যাবে না (যদিও কেহই আমার চ্যালেঞ্জ-কে ডিনাই করেন নাই)! *কিন্তু তারা কোরান ফলোয়ারদের প্রকৃত সংখ্যা কতো সেটা যেমন বলেন নাই, আবার কোরান ফলোয়ারদের সংখ্যা কতো হলে ভ্যালিড সিদ্ধান্তে আসা যাবে সেটাও পরিষ্কার করে বলেন নাই!* ফলে বিষয়টি কিন্তু ভেগ রয়ে গেলো!

যাহোক, বিষয়টি একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। আমি আবারো সংক্ষেপে পার্থক্যটা এখানে তুলে ধরছি।

- ১। হাদিস এবং শারিয়া আইনে বিশ্বাসীর সংখ্যা (ধরা যাক X)
- ২। হাদিস এবং শারিয়া আইনে অবিশ্বাসীর সংখ্যা (কোরান ফলোয়ার, হিউম্যানিস্ট, ফ্রি-থিংকার, এ্যাগনস্টিক, নাস্তিক ইত্যাদি) (ধরা যাক Y)
- ৩। টেরিষ্ট, সুইসাইড বোম্বার, এবং কল্লাকাটা মোল্লাদের সংখ্যা (ধরা যাক Z)

আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য : $X \geq Y > Z$

এ কথা মনে হয় সর্বজনবিদিত যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই অনেকেই শারিয়া আইনকে প্রত্যাখ্যান করেছে (বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে। অশিক্ষিত সমাজ তো শারিয়া আইনের ম্যার-প্যাঁচ জানে না!)। শুধু তা-ই নয়, এদের মধ্যে অনেকেই আবার হাদিসকেও পুরোপুরি বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে নাম্বার-১ এবং নাম্বার-২ এর মধ্যে কোনটা বেশী এ নিয়ে দ্বিমত থাকতেও পারে। তবে নাম্বার-১ এবং নাম্বার-২ যে নাম্বার-৩ থেকে অনেক বেশী হবে সে বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কেহ দ্বিমত পোষন করলে সেক্ষেত্রে তাকেই পরিসংখ্যান হাজির করতে হবে।

আমার চ্যালেঞ্জ ছিলো এরকম : *নাম্বার-২ এর মধ্যে থেকে (প্রমাণ সহ) কিছু টেরিষ্ট, সুইসাইড বোম্বার, এবং কল্লাকাটা মোল্লাদের দেখাতে হবে। এখনও কেহ চ্যালেঞ্জ খন্ডন করতে পারে নাই! পিরিয়ড।*

এবার তর্কের খ্যাতিরে তর্ক করা যাক (অবশ্যই লজিক দিয়ে)। *কোরান ফলোয়ারদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্য যদি ভ্যালিড কোন সিদ্ধান্তে আসা না যায় (বা কোরানকে ইটুটু ক্রেডিট দেওয়া না যায়!) তাহলে নাম্বার-৩ এর সংখ্যা (Z) আরো অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ভ্যালিড সিদ্ধান্তে আসা যায়? অর্থাৎ, কিভাবে কোরানকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায়? কিভাবে কোরানকে ফুল ডিস-ক্রেডিট দেওয়া যায়? এটা কি কোন লজিক্যাল আর্গুমেন্ট হলো?* এ নিয়ে আর বেশী পেঁচাতে চাচ্ছি না, যদি না প্রয়োজন হয়!

এবার কিছু প্রশ্ন রাখা যাকঃ

- কিছু লোক বলেছে কোরান-ই সকল সমস্যার মূল (অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যত), তাই তার বিরোধীতা করতেই হবে; সুতরাং, আমরা তার বিরোধীতা করছি, তাই কি?
- বিজ্ঞান থেকে সুডো বিজ্ঞানকে (যেমন জোতিষ শাস্ত্র, ইত্যাদি, যেগুলো ক্ষতিকর) যদি আলাদা করে তার সমালোচনা করা যায়, তাহলে ধর্ম থেকে সুডো ধর্মকে (যেমন উপধর্ম, ধর্মব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ধর্ম, ইত্যাদি, যেগুলো ক্ষতিকর) আলাদা করে সেই সুডো ধর্মের সমালোচনা করা অযৌক্তিক হবে কেন? তবে হ্যাঁ, বাস্তব জগতে পারফেক্ট বলে তো কিছু নেই!
- আমি অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে, টেররিষ্ট, সুইসাইড বোম্বার, কল্লাকাটা-মোল্লা, ইত্যাদির জন্য কোরান দায়ী নয় (কোরানে কি লিখা আছে না লিখা আছে সেটা কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের বিবেচ্য বিষয় নয়)। অথচ এই যুক্তি খন্ডন না করেই সকল সমস্যার জন্য এখনও কোরানকেই কেন দায়ী করা হচ্ছে? তাহলে কি যত দোষ ঐ নন্দ ঘোষ!
- আমরা কি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা না করেই বা সঠিকভাবে রিসার্চ না করেই আন্-আইডেন্টিফাইড একটি শশারকে প্রথমেই শত্রু হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে সেই শত্রুর পেছনে হণ্যে হয়ে ছুটছি তো ছুটছিই? ফিরে তাকাবার আর সময় কোথায়! একেই কি প্রগ্রেসিভনেস বলে! মুভ্ ফরওয়ার্ড ব্লাইন্ডলি, নাকি!
- আমরা কি তাহলে প্রকৃত সমস্যাকে পাস কেটে যেতে চাচ্ছি বা জিঁইয়ে রাখতে চাচ্ছি? প্রকৃত সমস্যাও কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, শারিয়া আইন, পলিটিক্যাল ইসলাম, ধর্মব্যবসায়ী, হাদিস, পালেষ্টাইন-ইস্রাইল ইস্যু, মিডল-ইষ্ট সমস্যা, জিও-পলিটিক্স, ইত্যাদি।
- আমাদের চিন্তা-ভাবনা কি খুব রিজিড যে, কোন কিছু একবার এ্যাজিউম করে নিলে (A priori assumption) সেখানে থেকে আর ফেরার কোন পথ খোলা থাকে না!
- তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে বিষয়টিকে র্যাশনাল বা সায়েন্টিফিক বলা যেতে পারে কি?

“যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন” - গুণিজনের এই প্রবাদটি যদি সত্য হয় সেক্ষেত্রে আমি প্রচলিত ইসলাম ধর্মকে ছাইয়ের টিবির সাথে তুলনা করে র্যাশনাল এবং প্রগ্রেসিভ মাইন্ডেড লোকদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই :

- আপনারা কি ছাইয়ের টিবিটাকে উড়াইয়া দেখেছেন (বা ফিলটারিং করে দেখেছেন) সেখানে ভালো কিছুই পান নাই?

- যদি ভালো কিছু পেয়ে থাকেন সেটাকে কি আপনারা স্বীকার করে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে চান নাকি জেনে শুনে প্রত্যাখ্যান করে সামনে অগ্রসর হতে চান? কোনটাকে র্যাশনাল এবং প্রগ্রেসিভ ওয়ে বলা যেতে পারে, দয়া করে বলবেন কি? ভালো কিছুকে স্বীকার করা নাকি প্রত্যাখ্যান করা?

প্রচলিত ইসলাম ধর্ম (ছাইয়ের ঢিবি!) = কোরান + হাদিস + শারিয়া + পলিটিক্যাল ইসলাম + মাওলানা মওদুদী + সকল ধর্মব্যবসায়ী + মোক্চেদুল মোমেনিন + কাঁচাচুল আশিয়া + বেহেচ্চী জেওর + চটি বই-পুস্তক + অডিও-ভিডিও ক্যাচেট + ... + ... + (১)

উপরের সমীকরণটা মানছেন তো?

সংক্ষেপে সমীকরণটা আবারো লিখা যাক (কোরান ছাড়া বাদবাকী সকল টার্মকে নয়েজ (Noise) হিসেবে ধরে নিচ্ছি) :

প্রচলিত ইসলাম ধর্ম (ছাইয়ের ঢিবি) = কোরান + নয়েজ (২)

আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা কি কখনও প্রচলিত ইসলাম ধর্মকে, অর্থাৎ সমীকরণ (২)-কে, ফিলটারিং করে দেখেছেন সেখানে আদৌ কোন ইনফরমেশন (Information) আছে কি নেই? ইটটু হইলেও! না দেখে থাকলে কেন দেখেন নাই, বলবেন কি?

এখন সমীকরণ (২)-কে যদি ফিলটারিং করা হয় (বা চালুনি দিয়ে চালা হয়) সেক্ষেত্রে সমীকরণটি এভাবে লিখা যায় :

ইসলাম ধর্ম = কোরান (৩)

সমীকরণ (৩)-এর উপর, অর্থাৎ, শুধুই কোরান ফলোয়ারদের উপর ব্যাসিস করে (অর্থাৎ, পলিটিক্যাল ইসলাম, ধর্মব্যবসায়ী, জিলট মোল্লা, ফতুয়াবাজ, ইত্তাদিকে বাদ দিয়ে) আপনারা কি ইসলাম ধর্মের মধ্যে ভালো কিছুই খুঁজে পান নাই? একদমই না! ইটটুও না! স্ত্রেঞ্জ (মিডল ইষ্ট উচ্চারণ)!

আমি কিছু সমস্যা এবং সেগুলোর প্রকৃত উৎস আইডেনটিফাই করার চেষ্টা করছি। এটা করতে যেয়ে যদি কিছু কিছু পয়েন্ট একটি গ্রন্থের স্বপক্ষে (বা কারো কারো A priori assumption-এর বিপক্ষে) যায়ও, সেক্ষেত্রে যুক্তিবাদী/অনেষ্ট মানুষদের মনঃস্ক্রুণের কোন কারণ থাকতে পারে না! তবে আমার যুক্তির মধ্যে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি বা দুর্বলতা থাকে সেক্ষেত্রে তা সুধরে দিলে বাধিত হবো। *আমি সবসময় ফ্লেক্সিবিলিটি রেখেই কথা বলি। কারণ, কোন প্রবাবিলিস্টিক বিষয়ে রিজিড মাইন্ডেড হওয়াটা র্যাশনাল বা সায়েন্টিফিক হতে পারে না!*

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com